সংবাদ

তারিখ · 02 · JUL..2010... পৃষ্ঠা ...১... কলাম....২......

ঢাকা পলিটেকনিকে ছাত্রলীগ

টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি ছিনতাইয়ে লিপ্ত

বাকী বিল্লাহ

রাজধানীর তেজগাঁও ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রলীগ নামধারী ১০০'র বেশি ছাত্র তেজগাঁও শিল্প এলাকায় টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। এছাড়াও সন্ত্রাসী ছাত্ররা ইনস্টিটিউটের একজন মেধাবী ছাত্রীকে লাইব্রেরি থেকে জোর করে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের ৪র্থ তলায় নিয়ে শ্লীলতাহানি ঘটায়। সন্ত্রাসী ছাত্রদের দাপটে ইনস্টিটিউটের সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীরা মুখ খুলে প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। একের পর এক অপকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক কাম শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় একজন মেধাবী ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে ২ জন ছাত্রকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে তাদের ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস, ছাত্রাবাস ও আবাসিক এলাকায় অবাঞ্ছিত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে বিশৃঙ্খলা ও টেন্ডারবাজিতে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও ২ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়াও ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক সূত্র জানায়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রলীগ নামধারী ক্যাডাররা তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বিজি প্রেস, তেজগাঁও কেন্দ্রীয় ওষুধাগার, বিভিন্ন সরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি করছে। তাদের বিরুদ্ধে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় দ্রুত বিচার ও অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে দ্রুত বিচার আইনের মামলার নম্বর ১৯, এ মামলায় ৪ জন ছাত্রকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশ মামলা তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে। ১৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে তেজগাঁও

শিত : পৃষ্ঠা : ৯ ক : ৩

লিপ্ত : ছিনতাইয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিল্পাঞ্চল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি আরও একাধিক ছিনতাইয়ের অভিযোগে জিডি ও মামলা করা হয়েছে।

সূত্র মতে, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের ৪টি ও ছাত্রীদের একটি হল সন্ত্রাসীরা নিয়ন্ত্রণ করছে। সম্প্রতি তারা বিজি প্রেসের টেন্ডারবাজি করছে। চলতি মাসে এফডিসি গেটে জায়গা দখলের ঘটনায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা জড়িত ছিল। ভিডিও ফুটেজ দেখে পুলিশ ইতোমধ্যে ২ জনকে শনাক্ত করেছে।

সূত্র আরও জানায়, ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীরা সম্প্রতি বিএসটিআইয়ের একজন কর্মচারীর কাছ থেকে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ৩ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সূত্র আরও জানায়, গত এপ্রিল মাসে সন্ত্রাসী ছাত্ররা চাঁদার জন্য তেজগাঁও শিল্প এলাকায় একটি প্রাইভেট কোম্পানির কারখানা লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, ছাত্রলীগ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সংগঠনের কোন কমিটি না থাকলেও তারা ৩/৪টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করছে। গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে জাকির গ্রুপ, আবুল গ্রুপ ও কমলেশ গ্রুপ। এর মধ্যে জাকির গ্রুপের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগের গ্রুপিংকে কাজে লাগিয়ে এলাকায় চাঁদাবাজি করে। তারা রাতে ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসে অবস্থান নিয়ে পুরো তেজগাঁও এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে। পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে, তাদের আয়ের উৎস একমাত্র চাঁদাবাজি ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করা। ছাত্রলীগের আবুল গ্রুপের আবুলের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। আবুল এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি করে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন সূত্র জানায়, গত ২৭ এপ্রিল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক-কাম শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রার পর্যন্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার ৩০ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় ছাত্রদের বিভিন্ন অপকর্ম নিয়ে আলোচনা ও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, গত ২৫ এপ্রিল ২০১০

ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস, ছাত্রাবাসগুলোও আবাসিক এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। বহিষ্কৃত ছাত্ররা যাতে ইনস্টিটিউট এলাকাসহ ছাত্রাবাসগুলো ও আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের মেকানিক্যাল টেকনোলজির ছাত্র মো. মাহবুবুল আলম শাওনকে ইনস্টিটিউটের একাডেমিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে প্রতিষ্ঠানে অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে ইনস্টিটিউট থেকে টিসি (ছাড়পত্র) দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে ওই ছাত্র ও তার অভিভাবক এসে সব অপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে অঙ্গীকার করে কিন্তু আবার একই কাজে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে কারণ দর্শানো নোটিশ দিলে সে ক্ষমা চায়। এরপরও সে অপকর্ম থেকে বিরত না থাকায় তাকে পুনরায় টিসি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে মাহবুবুল আলম শাওনকে ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে প্রশাসনিক-কাম শিক্ষা পরিষদের এক সভায় ইনস্টিটিউটের ১ম পর্বের (দ্বিতীয় শিফটের) অটোমোবাইল টেকনোলজির ছাত্র খন্দকার মো. আবুল হোসেনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট ও ছাত্রাবাসে তাকে অবাঞ্ছিত করা হয়। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ইনস্টিটিউটের স্টোরের মধ্যে থেকে বিনামূল্যে টেন্ডার সিডিউল জোর করে নেয়ার চেষ্টা। এ সময় কর্তব্যরত পিয়ন বাধা দিলে তাকে ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা চলাকালীন নিরাপত্তার কারণে ইনস্টিটিউটের প্রধান গেইট চলাচলের জন্য খোলা রাখা হয়। ইনস্টিটিউটের অটোমোবাইলের ছাত্র খন্দকার আবুল হোসেন নিয়মবহির্ভূতভাবে নিরাপত্তা গার্ড রতন চন্দ্র দাসকে বিনা কারণে মারধর করে। এছাড়াও ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়কদের কাছে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে জীবন নাশের হুমকি দেয়। এসব কারণে গত ৮ ফেব্রুয়ারি তাকে ইনস্টিটিউট থেকে বহিষ্কার এবং ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসগুলো এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়।

এ ব্যাপারে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশাসন সূত্র জানায়, ২ জন ছাত্র লাইব্রেরি থেকে একজন ছাত্রীকে ভবনের ছাদে নিয়ে চরি

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম গতকাল সকালে তার কার্যালয়ে সংবাদকে জানান, ক্যাম্পাসের ভেতরে ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্ররা কি করছে তা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে। এতে ইনস্টিটিউট কোন হস্তক্ষেপ করছে না। ক্যাম্পাসে এখন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের কমিটি নেই। তবে ছাত্রলীগ আছে। ভেতরে ভালই আছে। ছাত্রাবাসগুলোতে মাঝেমধ্যে বহিরাগতরা আসে। তবে শিক্ষকরা তদন্তে গিয়ে কাউকে পায় না। তিনি আরও বলেন, ছাত্রদের সম্পর্কে যে সব ঘটনা পুলিশের আওতায় তাদের বিরুদ্ধে পুলিশই ব্যবস্থা নেবে। আর বাইরের কোন অভিযোগ কেউ ইনস্টিটিউটে গিয়ে করে না।

অধ্যক্ষ আরও বলেন, ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা করার অভিযোগে এ পর্যন্ত ৪ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

এদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্রলীগের জাকির গ্রুপের প্রধান মো. জাকির মোবাইলফোনে বলেন, ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের কমিটি না থাকায় কেউ কেউ স্বার্থের জন্য গ্রুপ সৃষ্টি করে ছাত্রলীগ পরিচয়ে এলাকায় ছিনতাই ও চাঁদাবাজি করছে। গত বছর এপ্রিলে অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতরা কেউ কেউ বিভিন্ন পরিচয়ে অপরাধ করছে। গত ৯ বছর ধরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কমিটি নেই।

তবে জাকিরের দাবি, তিনি কোন অপরাধে জড়িত নয়। সে রাজনীতির বাইরে কিছুই করে না। সংগঠনে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাকে মাইনাস করার জন্য একটি গ্রুপ তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টাকারীরা ছাত্রলীগের কেউ নয়। ছাত্রলীগ থেকে যারা বহিষ্কৃত তারা এ সব অপকর্ম করছে।

এ ব্যাপারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রলীগের আবুল গ্রুপের প্রধান আবুল সংবাদকে তার মোবাইলফোনে জানান, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের ৫টি গ্রুপ রয়েছে। এখন ৪টি গ্রুপ আছে। তারা তার সঙ্গে কাজ করছে।

তিনি তার বিরুদ্ধে ২টি মামলা থাকার কথা স্বীকার করে বলেন, ছাত্রলীগ পরিচয়ে যারা চাঁদাবাজি করছেন তারা আসল ছাত্রলীগ নয়। ইনস্টিটিউটের কিছু কিছু শিক্ষক চাঁদাবাজির জন্য দায়ী বলে তিনি জানান। তার গ্রুপ ইনস্টিটিউটের মূল ছাত্রলীগ। ২০০১'র

থেকে তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির কর্মকাণ্ডে জড়িত।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন সংবাদকে মোবাইলফোনে জানান, ছাত্রলীগ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। এমন কোন অপরাধীর ছাত্রলীগে স্থান নেই। ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে চাঁদাবাজিসহ কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে তাদের গ্রেফতারের জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে তিনি অনুরোধ জানান। এ ব্যাপারে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার (৩৭ নম্বর) রুহুল আমিন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মোবাইলফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি বিএনপি সমর্থিত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ছাত্রলীগের ছেলেরা আমার কথা শুনবে না। আমার যতটুকু সমর্থ আছে ততটুকু করি। ছাত্রদল হলে তাদেরকে কিছু বলতাম। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কিছু বলার নেই। এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার হিসেবে তো দায়িত্ব আছে এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ছাত্রলীগ তার কথা শুনবে না।

এদিকে পুলিশ জানায়, ছাত্রলীগ নেতারা সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থিত ওয়ার্ড কমিশনার তালুকদার সারোয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করছে। এ ব্যাপারে তালুকদার সরোয়ারের সঙ্গে বার বার তার মোবাইলফোনে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি। তাই তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে তেজগাঁও জোনের পুলিশের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসসহ আশপাশ এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। এরপরও প্রায় সময় সন্ত্রাসী ছাত্ররা ছিনতাই ও চাঁদাবাজি করে।

দুপুর দেড়টার ... ইনস্টিটিউটের সিভিল বিভাগের (২০০৯-২০১০) দ্বিতীয় শিফটের একজন ছাত্রীকে জোর করে ইনস্টিটিউটের ৪ তলায় নিয়ে ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির ছাত্র অমিত কুমার দে এবং সিভিল টেকনোলজির ছাত্র বিএম মোবারক হোসাইন শ্লীলতাহানি করে। এ ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষিকাদের নিয়ে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে শ্লীলতাহানির প্রমাণ পাওয়া গেছে। শ্লীলতাহানির শিকার ওই ছাত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক-কাম শিক্ষা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অভিযুক্ত ২ ছাত্রকে ওই দুষ্কর্মের জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে

তোলার চেষ্টা করেছে। শ্লীলতাহানি ... অন্য কোন ঘটনার অভিযোগ করেনি ... ছাত্রী তাদের পূর্ব পরিচিত। এরপ... তদন্ত কমিটি করে ২ ছাত্রকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। ইনস্টিটিউটে... ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি এখন শান্ত। তবে বহিরাগত প্রাক্তন কিছু ছাত্র ছাত্রাবাসগুলোতে আড্ডা দেয়। এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসী ছাত্রদের একের পর এক অপকর্ম করাসহ নানা অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ইনস্টিটিউট পুলিশকে জানিয়েছে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ